

৪১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি

১. বিধবার প্রেম নিয়ে রচিত উপন্যাস কোনটি?

- ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষ প্রশ্ন'
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি'
গ. কাজী নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা'
ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা'

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষ প্রশ্ন' বিতর্কপ্রধান ও সমস্যামূলক উপন্যাস। এটি ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের নাম 'কমল'। আরও কিছু চরিত্র: শিবনাথ, মনোরমা, অজিন, নীলিমা, আশুবাবু। কাজী নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা' রাজনৈতিক উপন্যাস। এ উপন্যাসে নায়ক জাহাঙ্গীরের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লব কে উপস্থাপন করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস। 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'- এ উপন্যাসের বিখ্যাত সংলাপ। চরিত্র: কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক। বিধবার প্রেম নিয়ে রচিত উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি'। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এই উপন্যাসটি প্রথমে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সমাজ ও যুগযুগান্তরের সংস্কারের সাথে ব্যক্তিজীবনের বিরোধ এ উপন্যাসের মূল সুর। চরিত্র: আশালতা, মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী, অন্নপূর্ণ।

২. জেলে জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস কোনটি?

- ক. গঙ্গা
খ. পুতুলনাচের ইতিকথা
গ. হাসুলী বাঁকের উপকথা
ঘ. গৃহদাহ

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'পুতুলনাচের ইতিকথা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তর্গত টানাপোড়েন ও অস্তিত্ব সংকট শশী চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত। 'হাসুলী বাঁকের উপকথা' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। বীরভূমের কাহার সম্প্রদায়ের জীবন, সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার-অচরণ, লোককথা নিয়ে রচিত উপন্যাসটি। চরিত্র: করালি, বনোয়ারী। 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস। এই উপন্যাসে ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। চরিত্র: সুরেশ, অচলা, মহিম। জেলে জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস 'গঙ্গা'। এটি সমরেশ বসুর উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি দক্ষিণবঙ্গের নদীনালা এবং মৎস্যজীবী মানুষের সুখ-দুঃখ, জীবনযাপনের সংগ্রাম, প্রকৃতির কঠোরতা এবং সামাজিক জীবনের বৈষম্য নিয়ে স্থির, নিশ্চিত মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপত্তার এক বিপরীত আখ্যান।

৩. 'ডিঙি টেনে বের করতে হবে।' - কোন ধরনের বাক্যের উদাহরণ?

- ক. কর্মবাচ্য
খ. ভাববাচ্য
গ. যৌগিক
ঘ. কর্মকর্তৃবাচ্য

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাচ্য প্রধানত তিন প্রকার। যথা: ১। কর্তৃবাচ্য ২। কর্মবাচ্য ৩। ভাববাচ্য। এছাড়া ও কর্মকর্তৃবাচ্য নামে আরও এক প্রকার বাচ্য আছে। যে বাক্যে কর্তার অর্থ-প্রধান্য বিদ্যমান থাকে এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয়, তাকে কর্তৃবাচ্য বলে। যেমন; আমি ভাত খেয়েছি। ছাত্ররা অঙ্ক করছে। যে বাক্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন: আমার ভাত খাওয়া হয়েছে। চিঠিটা পড়া হয়েছে। 'ডিঙি টেনে বের করতে হবে।' -এটি ভাববাচ্যের উদাহরণ। যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়, তাকে ভাববাচ্য বলে। উদাহরণ হিসেবে আরও ২টা বাক্য দেওয়া হলো। আমার খাওয়া হলো না। আমার যাওয়া হলো না।

৪. বাংলা সাহিত্যে 'কালকূট' নামে পরিচিত কোন লেখক?

- ক. সমরেশ মজুমদার
খ. শওকত ওসমান
গ. সমরেশ বসু
ঘ. আলাউদ্দিন আল আজাদ

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সমরেশ মজুমদার বাঙালি কথাসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক। উত্তরাধিকার, কালবেলা, কালপুরুষ সহ বঙ্গ জনপ্রিয় উপন্যাসের স্রষ্টা। তাকে 'আপাদমন্তক আরবান' লেখক বলে অনেক সময় বর্ণনা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে উচ্চকিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন 'শওকত ওসমান'। প্রয়াত হুমায়ুন আজাদ শওকত ওসমানকে 'অগ্রবর্তী আধুনিক মানুষ' নামে অভিহিত করেন। পঞ্চাশের দশকের প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক ও অধ্যাপক আলাউদ্দিন আল আজাদ। তার প্রকৃত নাম আলাউদ্দিন, ডাকনাম-বাদশা। সমরেশ বসু ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একজন ভারতীয় লেখক, যিনি তার বহুমুখিতার জন্য পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে 'কালকূট' নামে পরিচিত সমরেশ বসু।

৫. 'পরানের গহীন ভিতর' কাব্যের কবি কে?

- ক. অসীম সাহা
খ. অরুণ বসু

গ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অসীম সাহা হলেন একজন বাংলাদেশী কবি ও ঔপন্যাসিক। তার রচিত সাহিত্যকর্ম: কালো পাহাড়ের নিচে, পুনরুদ্ধার, উদ্বাস্ত, মধ্যরাতের প্রতিধ্বনি প্রভৃতি। অরুণ বসু একজন কবি এবং অনুবাদক। ‘এক নৈরাজ্যবাদী তন্দ্র অভিলাষ’ অরুণ বসুর কবিতা। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ পঞ্চাশ দশকের অন্যতম কবি হিসেবে খ্যাত। তার কাব্যগ্রন্থগুলো: সাতনরী হার, আমি কিংবদন্তির কথা বলছি, কখনো রং কখনো সুর, কমলের চোখ, বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা, আমার সময় প্রভৃতি। ‘পরানের গহীন ভিতর’ কাব্যের কবি সৈয়দ শামসুল হক। তার রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলো: একদা এক রাজ্যে, বিরতিহীন উৎসব, প্রতিধ্বনিগণ, অপর পুরুষ, আমি জন্মগ্রহণ করিনি প্রভৃতি।

৬. ‘এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো’..... এ বাক্য কোন ধরনের?

ক. অনুজ্ঞাবাচক

খ. নির্দেশাত্মক

গ. বিস্ময়বোধক

ঘ. প্রশ্নবোধক

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অর্থানুসারে বাক্য সাত প্রকার। যথা: ১। বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক বাক্য। ২। প্রশ্নবোধক বাক্য। ৩। অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য। ৪। ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য। ৫। কার্যকারণাত্মক বাক্য। ৬। সংশয়সূচক বাক্য। ৭। বিস্ময়/আবেগসূচক বাক্য।

৭. ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা কবিতা কোনটি?

ক. হুলিয়া

খ. তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা

গ. সোনালী কাবিন

ঘ. স্মৃতিস্তম্ভ

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘হুলিয়া’ কবিতাটি লিখেছেন নির্মলেন্দু গুন। বাংলাদেশের কবিদের কবি নির্মলেন্দু গুন। ‘হুলিয়া’ কবিতায় পাকিস্তানের সামরিক শাসনের সময় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থেকে একজন রাজনৈতিক কর্মীর পলায়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ‘তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা’ কবিতাটির রচয়িতা শহীদ কাদরী। এ কাব্যে প্রেমিক-প্রেমিকার সংলাপে তিনি তার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিকোণের আলোকপাত করেছেন। তার রচিত আরও কিছু কাব্য: উত্তরাধিকার, কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই, আমার চুম্বনগুলো পৌছে দাও প্রভৃতি। বিখ্যাত পঙ্কজি: ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো, যাতে সেনাবাহিনী গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে ...। ‘সোনালী কাবিন’ আল মাহমুদ রচিত কাব্যগ্রন্থ। এটির প্রথমে নাম ছিল ‘অবগাহনের শব্দ’। এতে প্রকাশ পেয়েছে বঙ্গভবনের ক্ষোভ, শ্রমিকের ঘাম, কৃষকের পরিশ্রম ও গ্রামীণ আবহ। লোক লোকান্তর, কালের কলস, মায়াবী পর্দা দুলে উঠো, পাখির কাছে ফুলের কাছে তার রচিত কাব্য। আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত কবিতা ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ এটি ‘মানচিত্র’ কাব্যের কবিতা। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমানের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ সংকলনে ‘স্মৃতিস্তম্ভ’।

৮. ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই—

ক. রসতত্ত্ব

খ. রূপতত্ত্ব

গ. বাক্যতত্ত্ব

ঘ. ত্রিয়ার কাল

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সকল ভাষার ব্যাকরণেই প্রধানত চারটি বিষয় আলোচিত হয়। যথা: ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম। ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় ধ্বনি উচ্চারণ স্থান, ধ্বনির বিন্যাস, বর্ণমালা, বাগযন্ত্র প্রভৃতি। শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় শব্দ, দ্বিরুক্ত শব্দ, পারিভাষিক শব্দ, সমাস, প্রত্যয়, ধাতু, পদ, অনুজ্ঞা প্রভৃতি। অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় শব্দের অর্থ বিচার, বাক্যের অর্থবিচার, বিপরীত শব্দ, প্রতিশব্দ, শব্দজোড়, বাগধারা প্রভৃতি। বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম এর আলোচ্য বিষয় বাক্য ও বাক্যবিন্যাস, বাক্য রূপান্তর, উক্তি, বাচ্য ও বিরাম চিহ্ন, কারক, বাক্যের যোগ্যতা প্রভৃতি। ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই বাক্যতত্ত্ব।

৯. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. মনোকষ্ট

খ. মনঃকষ্ট

গ. মণকষ্ট

ঘ. মনকস্ট

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

এখানে শুদ্ধ বানান মনঃকষ্ট। এটি বিসর্গ (ঃ) যুক্ত শুদ্ধ শব্দ। আরও কিছু শুদ্ধ শব্দ: (ঃযুক্ত)। অতঃপর, ইতঃপূর্বে, দুঃসময়, দুঃসহ, দুঃশাসন, মনঃক্ষুন্ন, শিরঃপিড়া প্রভৃতি।

১০. প্রচুর + য = প্রাচুর্য; কোন প্রত্যয়?

ক. কৃৎ প্রত্যয়

খ. তদ্বিত প্রত্যয়

গ. বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

ঘ. সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যে বর্ণ বা বর্ণবিশিষ্ট ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং প্রাতিপদিক বা নামশব্দের পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে। ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয়, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন: চল (ক্রিয়া প্রকৃতি) + অন (কৃৎ-প্রত্যয়) = চলন (বিশেষ্য পদ)। বাংলা কৃৎ প্রত্যয় যোগে শব্দ: $\sqrt{\text{ধর}} + \text{অ} = \text{ধর}$,

$\sqrt{\text{হার}} + \text{অ} = \text{হার}$,

$\sqrt{\text{কাঁদ}} + \text{অন} = \text{কাঁদন}$

$\sqrt{\text{ডুব}} + \text{আরি} = \text{ডুবুরী}$ ।

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় যোগে কিছু শব্দ: $\sqrt{\text{নী}} + \text{অনট} = \text{নয়ন}$ । $\sqrt{\text{খ্যা}} + \text{ক্ত} = \text{খ্যাত}$ । $\sqrt{\text{পঠ}} + \text{ক্ত} = \text{পঠিত}$ ।

প্রচুর + য = প্রাচুর্য হলো সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়। শব্দের শেষে 'য' থাকলে 'ষ' বা 'য' হবে।

১১. ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে—

ক. রেফ

খ. হসন্ত

গ. কার

ঘ. ফলা

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ব্যঞ্জনধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলে। অনেক সময়

স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের আকার সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ব্যঞ্জনবর্ণের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে 'ফলা' বলা হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের 'ফলা' চিহ্ন রয়েছে এটি।

১২. পাঁচালিকার হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি কার ছিল?

ক. দাশরথি রায়

খ. রামনিধি গুপ্ত

গ. ফকির গরীবুল্লাহ

ঘ. রামরাম বসু

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা টপ্পাগানের জনক বলা হয় নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত। টপ্পা এক ধরনের গান। টপ্পা থেকেই আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সূত্রপাত বলে অনেকের ধারণা। রামনিধি গুপ্তের একটি গান ভাষা বন্দনায় চমৎকার নিদর্শণ 'নানান দেশের নানান ভাষা।

বিনে স্বদেশীয় ভাষা,

পুরে কি আশা?

অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক ফকির গরীবুল্লাহ। তিনি দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের আদি, শ্রেষ্ঠ ও সার্থক কবি। তার কিছু সাহিত্যকর্ম: জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুঁথি ইউসুফ জোলেখা প্রভৃতি। 'রামরাম বসু' কে কেরী সাহেবের মুনসী বলা হয়। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের পন্ডিত ছিলেন। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপিমলা' তার রচিত গ্রন্থ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পাঁচালি গান এদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল। পাঁচালি রচয়িতাদের মধ্যে শক্তিশালী কবি ছিলেন দাশরথি রায়। দাশরায় নামে তিনি খ্যাত ছিলেন।

১৩. চারণকবি হিসেবে বিখ্যাত কে?

ক. আলাওল

খ. চন্দ্রাবতী

গ. মুকুন্দদাস

ঘ. মুক্তারাম চক্রবর্তী

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তথা মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি ছিলেন 'আলাওল'। তার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী'। তার পঙ্ক্তি- 'রক্ত উৎপল লাজে জলান্তরে বৈসে।' রামায়ণের প্রথম মহিলা বাংলা অনুবাদক চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। তিনি কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের মানুষ ছিলেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে দুঃখ বর্ণনার কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তার রচিত মঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কাব্য- 'চতীমঙ্গল'। তিনি 'শ্রী শ্রী চতীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন জমিদার রঘুনাথের নির্দেশে। 'চারণকবি' হিসেবে খ্যাত মুকুন্দদাস। তিনি ছিলেন স্বদেশী যাত্রার প্রবর্তক। তার রচনার মধ্যে রয়েছে: মাতৃপূজা, সমাজ, আদর্শ, পল্লীসেবা, সাথী, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়' গল্পের একটি বিখ্যাত চরিত্র—

ক. বিনোদিনী

খ. হৈমন্তী

গ. আশালতা

ঘ. চারুলতা

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'বিনোদিনী ও আশালতা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' উপন্যাসের চরিত্র। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বিধবা 'বিনোদিনী' কে জীবনের সকল কোলাহল এড়িয়ে, সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামি কে প্রাধান্য দিয়ে কাশীর নির্লিপ্ত জীবনে নিষ্কেপ করেন। আরও কিছু চরিত্র: মহেন্দ্র, বিহারী, অনুপূর্ণা। 'হৈমন্তী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সমাজ সম্পর্কিত গল্প 'হৈমন্তী' এর চরিত্র। 'হৈমন্তী' গল্পের অন্যান্য কিছু চরিত্র: অপু, গৌরীশঙ্কর। 'চারুলতা'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নষ্টনীড়’ গল্পের একটি বিখ্যাত চরিত্র। এ ছোটগল্পটি উপন্যাসসম। রবীন্দ্রনাথের আরও কিছু প্রেম সম্পর্কিত গল্প: শেষকথা, মধ্যবর্তিনী, সমাপ্তি (নায়িকা: মৃণ্ময়ী), একরাত্রি (নায়িকা: সুরবালা)।

১৫. উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?

ক. শশব্যস্ত খ. কালচক্র
গ. পরাণ পাখি ঘ. বহুব্রীহি উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কালচক্র শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো কালরূপ চক্র। এটি রূপক কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ। উপমান ও উপমেয়র মধ্যে অভিন্ন-কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। পরাণ পাখি শব্দটির ব্যাসবাক্য পরান রূপ পাখি। এটিও রূপক কর্মধারয় সমাস। বহুব্রীহি শব্দটির ব্যাসবাক্য বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার। এটি বহুব্রীহি সমাস। যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। শশের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত বিশেষ্য + বিশেষণ হলে উপমান কর্মধারয় হয়। এখানে বিশেষ্য ‘শশ’ এবং বিশেষণ ‘ব্যস্ত’। তাই, এটি উপমান কর্মধারয় সমাস।

১৬. অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি?

ক. জন্ম > জন্ম খ. আজি > আইজ
গ. ডেক্স > ডেস্ক ঘ. অলাবু > লাবু > লাউ উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ভাষার পরিবর্তন ধর্মের পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত ধর্ম পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। জন্ম > জন্ম এটি সমীভবন এর উদাহরণ। সমীভবন: শব্দ মধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধর্ম একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করলে তাকে বলা হয় সমীভবন। (কাঁদনা > কান্না)-এটিও সমীভবনের উদাহরণ। অলাবু > লাবু > লাউ এটি সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ এর উদাহরণ। সম্প্রকর্ষ: দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধর্মের লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। উদ্ধার > উদার > ধার- এটি সম্প্রকর্ষের আরেকটি উদাহরণ। অপিনিহিতির উদাহরণ- আজি > আইজ। পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধর্মের আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। সাধু > সাউধ, রাখিয়া > রাইখ্যা প্রভৃতি অপিনিহিতির উদাহরণ।

১৭. ‘কুসীদজীবী’ বলতে কাদের বুঝায়?

ক. চারণকবি খ. সাপুড়ে
গ. সুদখোর ঘ. কৃষিজীবী উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: =

‘কুসীদজীবী’ বলতে সুদখোর বোঝায়। যে সুদের টাকা ধার দিয়ে জীবিকা অর্জন করে। কৃষিজীবী বলতে বোঝায় কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী। চারণ কবি বলতে যেসব করিয়া গান গেয়ে ও যাত্রাভিনয় করে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাদেরকে বোঝায়।

১৮. ‘অভাব’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি?

ক. অকাজ খ. আবছায়া
গ. আলুনি ঘ. নিখুঁত উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যে সব অব্যয় ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি করে, তাদের উপসর্গ বলে। উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের পূর্বে বসে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে। প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর উপসর্গের প্রয়োগ: অনুচিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অকাজ। নিন্দিত অর্থে ব্যবহৃত হয় অকেজো, অচেনা। অস্পষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আবছায়া, আবডাল। নাই/নেতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে নিখুঁত, নিখোজ, নিলাজ/নিরেট। ‘অভাব’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আলুনি, আকাঁড়া, আধোয়া প্রভৃতি।

১৯. বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান সংকলন করেন কে?

ক. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ খ. রাজশেখর বসু
গ. হরিচরণ দে ঘ. অশোক মুখোপাধ্যায় উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘চলন্তিকা’ অভিধান প্রণয়নের জন্য রাজশেখর বসু সর্বাধিক পরিচিত। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে রবীন্দ্র পুরস্কারে ও ভারত সরকার পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করেন। মুহম্মদ হাবিবুর রহমান রচিত প্রথম বাংলা ‘থিসারাস’ বা সমার্থক শব্দের অভিধান ‘যথাস্থান’। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। অপরদিকে, অশোক মুখোপাধ্যায়ের ‘সংসদ সমার্থ শব্দকোষ’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান সংকলন করেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৮১৭ সালে। বাংলা একাডেমি ১৯৯২ সালে অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ সংস্করণে ‘বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান’ নামে অভিধান প্রকাশ করে।

২০. সবচেয়ে কম বয়সে কোন লেখক বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান?

ক. শওকত আলী
খ. সেলিনা হোসেন

গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক শওকত আলী বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে গল্প ও উপন্যাস লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৮), ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬), একুশে পদক (১৯৯০) পান। সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত নারী ঔপন্যাসিক। বাংলা একাডেমির ‘ধান শালিকের দেশ’। পত্রিকাটি প্রায় ২০ বছর সম্পাদনা করেন। তিনি ১৯৮০ সালে ‘বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার’, চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৭) লাভ করেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসিল্পী। তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), একুশে পদক (মরনোত্তর)- ১৯৯৯ পান। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সক্রিয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। তিনি ১৯৬৬ সালে মাত্র ৩২ বছর বয়সে ‘বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার’ পান। এছাড়াও তিনি ‘আদমজী সাহিত্য পুরস্কার’ (১৯৬৯) একুশে পদক (১৯৮৪) লাভ করেন। সবচেয়ে কম বয়সে সৈয়দ শামসুল হক বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান।

২১. ‘সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

ক. সৈয়দ আলী আহসান খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

গ. হুমায়ুন আজাদ

ঘ. নির্মলেন্দু গুণ

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন কবি শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: অনেক আকাশ, একক সন্ধ্যায় বসন্ত, সহসা সচকিত, আমার প্রতিদিনের শব্দ, সমুদ্রেই যাবো, রজনীগন্ধা প্রভৃতি। কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত গ্রন্থসমূহ: ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া, অভিযান, হরতাল, গীতিগুচ্ছ। বাংলাদেশের কবিদের কবি নির্মলেন্দু গুণ। তার রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ: প্রেমাংশুর রক্ত চাই, ইস্ত্রা, না প্রেমিক না বিপ্লবী, কবিতা অমীমাংসিত রমনী, দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী, চৈত্রের ভালবাসা প্রভৃতি ছোটগল্প: আপনদলের মানুষ, অন্তর্জাল। কবিতা: ‘হুলিয়া’, স্বাধীনতা- এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ ছিলেন প্রথাবিরোধী লেখক। ‘সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে’ কাব্যটির রচয়িতা হুমায়ুন আজাদ। তার রচিত অন্য কাব্যগ্রন্থসমূহ: অলৌকিক ইন্সটিমার, কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু, জ্বলো চিতাবাঘ, আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে প্রভৃতি।

২২. ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদে কোন উপাচার্য পদত্যাগ করেছিলেন?

ক. স্যার এ. এফ. রহমান

খ. রমেশচন্দ্র মজুমদার

গ. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

ঘ. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পর ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়। একাত্তরের ২৫ মার্চ যখন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে, তখন তিনি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশন যোগদানের জন্য জেনেভায় ছিলেন। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় থাকা অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পদত্যাগ করেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক দুইজন ছাত্রকে হত্যার প্রতিবাদে তিনি পদ হতে পদত্যাগ করেন। এটা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন একমাত্র পদত্যাগ।

২৩. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক কোনটি?

ক. ছেঁড়াতার

খ. চাকা

গ. বাকী ইতিহাস

ঘ. কী চাহ হে শঙ্খচিল

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

তুলসী লাহিড়ী কর্তৃক রচিত নাটক ‘ছেঁড়াতার’ ‘পথিক’ মায়ের দাবি প্রভৃতি। তিনি ছিলেন নাট্যকার ও অভিনেতা। ‘চাকা’ নাটকটির রচয়িতা বিখ্যাত নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন। তিনি নাট্য- নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফ কে নিয়ে সারাদেশে গড়ে তোলেন ‘বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার’। তার রচিত আরও কিছু নাটক: মুনতাসির ফ্যান্টাসী, জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন, হাতহদাই, হরগজ, বনপাংগুল প্রভৃতি। ‘বাকী ইতিহাস’ বাদল সরকার রচিত নাটক। বাদল সরকার ১৯৬৫ সালে লিখেছিলেন নাটকটি। ‘কী চাহ হে শঙ্খচিল’ একটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক। এটি মমতাজউদ্দীন আহমেদ এর লেখা। তার রচিত আরও ২টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক: বর্নচোর, বকুলপুরের স্বাধীনতা।

২৪. তেভাগা আন্দোলন কেন্দ্রিক উপন্যাস কোনটি?

ক. অক্টোপাস

খ. কালো বরফ

গ. ক্রীতদাসের হাসি

ঘ. নাড়াই

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

আধুনিক কবি শামসুর রাহমান রচিত উপন্যাস অক্টোপাস। তার রচিত অন্যান্য উপন্যাস: অদ্ভুত আঁধার এক, নিয়ত মন্তাজ, এলো সে অবেলায়। তার ‘অক্টোপাস’ উপন্যাসটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায় ভরা। মাহমুদুল হক এর ‘কালো বরফ’ উপন্যাসটি ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও ১৯৪৭ সালের দেশভাগকে কেন্দ্র করে রচিত। উপন্যাসটিতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ- দাঙ্গা, ঘৃণা-ক্ষোভ এবং মিলন-বিরহ পরিস্ফুটিত হয়েছে। চরিত্র: আব্দুল খালেক। ‘ত্রীতদাসের হাসি’ শওকত ওসমান রচিত প্রতীকশ্রয়ী উপন্যাস। উপন্যাসটি আরব্য রজনী ‘আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা’ এর শেষ গল্প ‘জাহাঙ্গির আবদ’ এর অনুবাদ কিন্তু সর্বাংশে নয়। তার রচিত আরও কিছু উপন্যাস: বনি আদম, আর্তনাদ, সমাগম, চৌরসন্ধি, রাজা উপাখ্যান, রাজপুরুষ প্রভৃতি। শওকত আলী রচিত উপন্যাস ‘নাটাই’। এটি তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার উপন্যাস। উপন্যাসটির আখ্যানভাগ হলো- গরিব কৃষকের ঘরে এক বালক সন্তানের অল্পবয়সী মা ফুলমতি বিধবা হলে শুরু হয় বাঁচার লড়াই। অন্যান্য উপন্যাস: যাত্রা, প্রদোষে প্রাকৃতজন, কুলায় কালশ্রোত, ওয়ারিশ, দক্ষিণায়নের দিন প্রভৃতি।

২৫. কাজী নজরুল ইসলামের মোট ৫টি গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বাজেয়াপ্ত করে। কোন বইটি প্রথম বাজেয়াপ্ত হয়?

- ক. বিষের বাঁশি খ. যুগবানী
গ. ভাঙার গান ঘ. প্রলয় শিখা উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে মুক্তক ছন্দের প্রবর্তক। তাকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ‘প্রতিভাবান বাঙালি কবি’ বলে আখ্যায়িত করেন। সাহিত্য সমালোচক শিশির কর ‘নিষিদ্ধ নজরুল’ নামক গ্রন্থে ৫টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

- যথা: যুগবানী, (নিষিদ্ধ-২৩ নভেম্বর, ১৯২২),
বিশেষ বাশি, (নিষিদ্ধ-২২, অক্টোবর, ১৯২৪),
ভাঙার গান, (নিষিদ্ধ-১১ নভেম্বর, ১৯২৪),
প্রলয়শিখা, (নিষিদ্ধ- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০),
চন্দ্রবিন্দু, (নিষিদ্ধ- ১৪ অক্টোবর, ১৯৩১)।

২৬. তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন, যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির নাম কী?

- ক. চৈতালী ঘূর্ণি
খ. রক্তের অক্ষর
গ. বায়ান্ন বাজার তিপ্পান গলি
ঘ. ১৯৭১ উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস চৈতালী ঘূর্ণি। এই উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের কোনো বিষয় আলোচিত হয়নি। ‘রক্তের অক্ষর’ রিজিয়া রহমান রচিত রোমান্টিকতাবর্জিত বাস্তব চিত্রের উপন্যাস। বাঙালির ক্ষুধা, সমাজের নিচুতলার আঁধার, প্রতিদিনকার পরাজয় সবমিলিয়েই গড়ে উঠেছে ‘রক্তের অক্ষর’। ‘বায়ান্ন বাজার তেপান গলি’ রফিকুল ইসলাম রফিক কর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত এক পুরাতাত্ত্বিক নগরীর কথা নিয়ে রচিত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রচিত তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় এর সর্বশেষ উপন্যাস ‘১৯৭১’। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উপন্যাসটি রচনা করেছেন, যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। ‘সুতপার তপস্যা’ ও ‘একটি কালো মেয়ের কথা’ নামে দুটি কাহিনীর সংযোগে রচিত ‘১৯৭১’ উপন্যাসটি ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়।

২৭. ‘সোমাস্ত’ শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?

- ক. সোপান খ. সমর্থ
গ. সোল্লাস ঘ. সওয়ার উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘সোমাস্ত’ শব্দের অর্থ হলো সমর্থ; বিয়ের উপযুক্ত; যৌবনপ্রাপ্ত; বয়ঃপ্রাপ্ত। সোপান অর্থ সিঁড়ি। সোল্লাস অর্থ আনন্দের সাথে উল্লাস করা। সওয়ার অর্থ অশ্বারোহী।

২৮. নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে?

- ক. যৌগিক ধ্বনি খ. অক্ষর
গ. বর্ণ ঘ. মৌলিক স্বরধ্বনি উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি। মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যৌগিক স্বরধ্বনি ২৫টি। বর্ণ হলো ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন। নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে অক্ষর বলে। যেমন: বন্+ধন্ = বন্ধন। এখানে বন্ এবং ধন্ দুটি অক্ষর। পক্ষান্তরে, ব্- ন্-ধ্-ন এগুলো অক্ষর নয়, বর্ণ বা হরফ।

২৯. ইংরেজি ভাষায় জীবনানন্দ দাশের ওপর গ্রন্থ লিখেছেন কে?

ক. ডব্লিউ বি ইয়েটস খ. ক্লিনটন বি সিলি
গ. অরুন্ধতী রায় ঘ. অমিত্যভ ঘোষ উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ইংরেজি ভাষায় জীবনানন্দ দাশের ওপর গ্রন্থ লিখেছেন ক্লিনটন বি সিলি। ক্লিনটন বি সিলি রচিত গ্রন্থটির নাম হলো ‘অ্যা পোয়েট অ্যাপার্ট’। ক্লিনটন বি সিলি একজন আমেরিকান একাডেমিক অনুবাদক এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন পন্ডিত।

৩০. ‘বাবা ছেলের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন’.... এ পরোক্ষ উক্তির প্রত্যক্ষরূপ হবে।

ক. বাবা ছেলেকে বললেন, বাবা তুমি দীর্ঘজীবী হও
খ. বাবা ছেলেকে বললেন যে, তোমার দীর্ঘায়ু হোক
গ. বাবা ছেলেকে বললেন, ‘তুমি দীর্ঘজীবী হও’
ঘ. বাবা ছেলেকে বললেন যে, আমি তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কোনো কথকের বাককর্মের নামই উক্তি। উক্তি দুই প্রকার: প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি। যে বাক্যে বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। যথা- খোকা বলল, “আমার বাবা বাড়ি নেই।” যে বাক্যে বক্তার উক্তি অন্যের জবানিতে রূপান্তরিতভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলা হয়। যথা: খোকা বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না। ‘বাবা ছেলের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন’- এটি পরোক্ষ উক্তি। প্রত্যক্ষরূপ হবে- বাবা ছেলেকে বললেন, ‘তুমি দীর্ঘজীবী হও’।

৩১. ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ পত্রিকাটি কোন স্থান থেকে প্রকাশিত?

ক. ঢাকার পল্টন খ. নওগাঁর পতিসর
গ. কুষ্টিয়ার কুমারখালী ঘ. ময়মনসিংহের ত্রিশাল উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ পত্রিকাটি কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে প্রকাশিত। কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত গ্রামবার্তা প্রকাশিকা। এটি ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত আর একটি সংবাদপত্র কোহিনুর। এর সম্পাদক ইয়াকুব আলী চৌধুরী। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। মীর মশাররফ হোসেন ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ পত্রিকায় সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করতেন।

৩২. জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে কাকে কেন্দ্র করে?

ক. শ্রীচৈতন্যদেব খ. কাহুপা
গ. বিদ্যাপতি ঘ. রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কাহুপা চর্যাপদ রচয়িতা। তিনি চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচয়িতা। তিনি ১৩টি পদ রচনা করেছেন। কাহুপা রচিত চর্যাপদের নিদর্শন-

‘আলি এঁ কালি এঁ বাট রুক্ষেলা

তা দেখি কাহু বিমনা ভইলা

মিথিলার কবি বা মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলির রচয়িতা। তার উপাধি হলো কবিকণ্ঠহার। তার অমর উক্তি- এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর। রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার এক বিশিষ্ট ধর্মগুরু। জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে শ্রীচৈতন্যদেব কে কেন্দ্র করে। শ্রীচৈতন্য দেব একজন ধর্মপ্রচারক হলেও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব ছিল অপরিমিত। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ ‘কড়চা’ নামে পরিচিত। ‘কড়চা’ শব্দের শাব্দিক অর্থ ডায়েরি, দিনলিপি বা রোজনামা।

৩৩. চর্যাপদের টীকাকারের নাম কী?

ক. মীননাথ খ. প্রবোধচন্দ্র বাগচী
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. মুনিদত্ত উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ এর চর্যাপদে কোনো পদ নেই। তবে ২১ সংখ্যক পদের টীকায় কেবল চারটি পঙ্ক্তির উল্লেখ আছে। চর্যাপদের নিদর্শন। ‘কমল মধু পিবিবি ধোকইন ডোমরা।’ প্রাচ্যবিশারদ, সাহিত্য সমালোচক, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ভারততত্ত্ববিদ প্রবোধচন্দ্র বাগচী। ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন। ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগার হতে ‘চর্য্যচর্যবিনিস্চয়’ নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। চর্যাপদের টীকাকারের নাম ‘মুনিদত্ত’। মুনিদত্ত চর্যাপদের পদগুলোকে টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন।

৩৪. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. পুরস্কার খ. আবিষ্কার
গ. সময়পোযোগী ঘ. স্বত্ব উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

এখানে শুদ্ধ বানান স্বত্ব। পুরস্কার, আবিষ্কার, সময়পোযোগী বানান তিনটি ভুল। শুদ্ধ রূপ: পুরস্কার, আবিষ্কার, সময়োপযোগী। আরও কিছু শুদ্ধ বানান: অনসূয়া, আহুত, সূচনা, ব্যারিস্টার, কর্নেল, অধোগতি, অদ্যাপি, দারিদ্র্য প্রভৃতি।

৩৫. উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস কোনটি?

- ক. ভূমিপুত্র খ. মাটির জাহাজ
গ. কাঁটাতারে প্রজাপতি ঘ. চিলেকোঠার সেপাই উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ভূমিপুত্র উপন্যাসটির রচয়িতা ইমদাদুল হক মিলন। এটি জোতদার এবং কৃষকদের তীব্র বিরোধের উপাখ্যান। তার রচিত আরও কিছু উপন্যাস: যাবজ্জীবন, কালোঘোড়া, নূরজাহান, দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি। ‘মাটির জাহাজ’ উপন্যাসটির রচয়িতা মাহমুদুল হক। সমাজের গহীন অন্ধকারে আটকে- পড়া মানুষের দরদী গাথা রচনা করেছেন এই উপন্যাসে। তার রচিত আরও কিছু উপন্যাস: জীবন আমার বোন, অনুর পাঠশালা, কালো বরফ প্রভৃতি। ‘কাঁটাতারে প্রজাপতি’ সেলিনা হোসেন রচিত উপন্যাস। উপন্যাসটি নাচালের তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। তার রচিত আরও কিছু উপন্যাস: জলোচ্ছ্বাস, হাঙর নদী গ্লেভেড, যাপিত জীবন, নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি, গেরিলা ও বীরঙ্গনা প্রভৃতি। ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসটির রচয়িতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। এটি উনসত্তরের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। চরিত্র: ওসমান, খিজির, আনোয়ার। খোয়াবনামা তার রচিত আর একটি উপন্যাস।

১৮তম বিসিএস প্রিলিমিনারি

১. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি? [১৮তম বিসিএস]

- ক. এগারটি খ. নয়টি
গ. দশটি ঘ. আটটি উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা দশটি। মাত্রার উপর ভিত্তি করে বর্ণ তিন প্রকার। যথা:

বর্ণের মাত্রা	সংখ্যা	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ
মাত্রাবিহীন বর্ণ	১০টি	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)	৬টি (ঙ, ঞ, ণ, ত, থ, দ, ধ, প, শ)
অর্ধমাত্রার বর্ণ	৮টি	১টি (ঝ)	৭টি (খ, গ, ন, থ, ধ, প, শ)
পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৩২টি	৬টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ)	২৬টি

২. ‘তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি’-এটা কোন ধরনের বাক্য? [১৮তম বিসিএস]

- ক. যৌগিক বাক্য খ. সাধারণ বাক্য
গ. মিশ্র বাক্য ঘ. সরল বাক্য উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ডবাক্যের সাথে এক বা একাধিক আশ্রিতবাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন: যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে। যে বাক্যে একটি মাত্রা কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন: পুকুরে পদ্মফুল জন্মে। তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি এটি যৌগিক বাক্য। পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা যৌগিক বাক্য। পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে, তাকে যৌগিক বাক্য বলে। এরূপ: সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।

৩. ‘একাদশে বৃহস্পতি’ এর অর্থ কী? [১৮তম বিসিএস]

- ক. আশার কথা খ. সৌভাগ্যের বিষয়
গ. মজা পাওয়া ঘ. আনন্দের বিষয় উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘একাদশে বৃহস্পতি’ এর অর্থ সৌভাগ্যের বিষয়। এরূপ:

চুনো পুঁটি: সামান্য লোক

ঢাক পেটানো: প্রচার করা

নাড়াবুনে: মূর্খ

মাথার দিব্যি: শপথ

শিরে সংক্রান্তি: আসন্ন বিপদ

৪. লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি? [১৮তম বিসিএস]

ক. সাহেব খ. বেয়াই
গ. সঙ্গী ঘ. কবিরাজ উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘সাহেব’ এর স্ত্রীলিঙ্গ- বিবি

বেয়াই এর স্ত্রীলিঙ্গ- বেয়ান

সঙ্গী এর স্ত্রীলিঙ্গ- সঙ্গিনী

লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কবিরাজ।

এটি নিত্য পুরুষবাচক শব্দ। এরূপ: যোদ্ধা, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার, পুরোহিত, রাষ্ট্রপতি ইত্যাদি।

৫. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী? [১৮তম বিসিএস]

ক. কবিতার পংক্তিতে খ. গানের কলিতে
গ. গল্পের কলিতে ঘ. নাটকের সংলাপে উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সাধুভাষা সাধারণত নাটকের সংলাপে অনুপযোগী। সাধুভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য:

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
সাধুভাষা ব্যাকরণের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত	চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল
এ ভাষা গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল	এ ভাষা তদ্ভব শব্দবহুল
এ ভাষা নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় অনুপযোগী	এ ভাষা নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় উপযোগী
এ ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে	এ ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে

৬. দুটি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে কোনটির? [১৮তম বিসিএস]

ক. নন্দ খ. প্রিয়া
গ. শিষ্য ঘ. আয়া উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘নন্দ’ এর পুরুষবাচক শব্দ- দেবর, নন্দাই। এরূপ: ‘বোন’ এর দুটি পুরুষবাচক শব্দ- ভাই, বোনাই। দুটি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে- ‘নন্দ’ এর।

প্রিয় এর স্ত্রীলিঙ্গ- প্রিয়া

শিষ্য এর স্ত্রীলিঙ্গ- শিষ্যা

খানসামা এর স্ত্রীলিঙ্গ- আয়া

৭. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে? [১৮তম বিসিএস]

ক. নাম পদ খ. উপপদ
গ. প্রাতিপাদিক ঘ. উপমিত উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বিভক্তিযুক্ত শব্দকে নাম পদ বলে। নামপদ চারভাগে বিভক্ত। যথা: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়। কৃদন্ত পদের পূর্বে অবস্থিত (আশ্রয়দাতা) নামপদকে উপপদ বলে। উপপদ কথার আক্ষরিক অর্থ ‘পূর্বে অবস্থিত পদ’। সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সম্পর্ক সেটাই উপমিত। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপাদিক বলে। নামপদের যে অংশকে আর বিশ্লেষণ করা বা ভাঙ্গা যায় না। তাকেই প্রাতিপাদিক বলে। যেমন: হাত, এই নামশব্দের সঙ্গে কোনো বিভক্তি নেই।

৮. কোন বাক্যটি দ্বারা অনুরোধ বুঝায়? [১৮তম বিসিএস]

ক. তুই বাড়ি যা খ. ক্ষমা করা মোর অপরাধ
গ. কাল একবার এসো ঘ. দূর হও উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘তুই বাড়ি যা’- আদেশ বুঝায়। ‘ক্ষমা করা মোর অপরাধ’- প্রার্থনা বুঝায়। ‘দূর হও’- ভৎসনা বুঝায়। কাল একবার এসো- অনুরোধ বুঝায়। এরূপ: অনুরোধ অর্থে- অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না, ছাতটা দিন তো ভাই।

৯. ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়? [১৮তম বিসিএস]

ক. আন খ. আই
গ. আল ঘ. আও উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ধাতুর পর 'আই' প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়। যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয় তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। সাধারণত ধাতু বা প্রাতিপদিকের পরে 'আই' প্রত্যয়যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। যেমন: চড় + আই = চড়াই, বড় + আই = বড়াই।

১০. বচন অর্থ কী?

[১৮তম বিসিএস]

- ক. সংখ্যার ধারণা খ. গণনার ধারণা
গ. ক্রমের ধারণা ঘ. পরিমাপের ধারণা উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'বচন' অর্থ সংখ্যার ধারণা। 'বচন' ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বচন বলে। শুধুমাত্র বিশেষ্য ও সর্বনামের বচনভেদ হয়। দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয় না। বচন দুই প্রকার। যথা: একবচন ও বহুবচন। মেয়েটি স্কুলে যায়নি (একবচন)। মাঝিরা নৌকা চালায় (বহুবচন)।

১১. 'মরি মরি! কি সুন্দর প্রভাতের রূপ'— বাক্যে 'মরি মরি' কোন শ্রেণির অব্যয়? [১৮তম বিসিএস]

- ক. সমন্বয়ী খ. অনন্বয়ী
গ. পদান্বয়ী ঘ. অনুকার উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যেসকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বলে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাকে অনুসর্গ অব্যয় বা পদান্বয়ী অব্যয় বলে। দ্বারা, দিয়া, হইতে, থেকে ইত্যাদি অনুসর্গ অব্যয়। ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না।

যেসব অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়। সেগুলোকে অনুকার অব্যয় বলে। যেমন: নূপুরের আওয়াজ— রুম্‌ রুম্‌, বাতাসের গতি— শনশন। মরি মরি! কি সুন্দর প্রভাতের রূপ (উচ্ছ্বাস প্রকাশে) বাক্যে 'মরি মরি' অনন্বয়ী অব্যয়। যেসকল অব্যয় বাক্যের অন্যপদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন: উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে।— যন্ত্রণা প্রকাশে।

১২. 'দোলনা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [১৮তম বিসিএস]

- ক. দুল্ + অনা খ. দোল্ + না
গ. দোল্ + অনা ঘ. দোলনা + আ উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'দোলনা' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় দুল্ + অনা। এটি 'অনা' প্রত্যয় যোগে গঠিত বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ। অন্যান্য উদাহরণ: √খেल् + অনা = খেলনা, √দে + অনা = দেনা ইত্যাদি। ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি যুক্ত হয়, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। এর অন্য নাম ধাতু প্রত্যয়। কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দকে কৃদন্ত শব্দ বলে। যেমন: চল + অন = চলন।

১৩. 'কৌশলে কার্যোদ্ধার' কোনটির অর্থ—

[১৮তম বিসিএস]

- ক. গাছ তুলে মই কাড়া
খ. এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো
গ. ধরি মাছ না ছুঁই পানি
ঘ. আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

গাছে তুলে মই কাড়া বাগধারার অর্থ— সাহায্যের আশা দিয়ে সাহায্য না করা।

এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো বাগধারার অর্থ— একই স্বভাবের।

আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া বাগধারার অর্থ— দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তি।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি বাগধারার অর্থ— কৌশলে কার্যোদ্ধার।

এরূপ: কচু বনের কালাচাঁদ বাগধারার অর্থ— অপদার্থ।

ঘটিরাম বাগধারার অর্থ— অপদার্থ।

খন্ড কপাল বাগধারার অর্থ— দুর্ভাগ্য।

১৪. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [১৮তম বিসিএস]

- ক. রূপতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব
গ. পদক্রম ঘ. বাক্য প্রকরণ উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় শব্দ, লিঙ্গ, বচন, সমাস, প্রত্যয়, উপসর্গ ও অনুসর্গ, ধাতু, পদ ইত্যাদি। বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রমের আলোচ্য বিষয় উক্তি, বাচ্য, বিরাম চিহ্ন, কারক ইত্যাদি। যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোন বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাকে বাক্য বলে। যেমন: দজল ও লতা বই পড়ে। 'সন্ধি' ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। এছাড়া ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়— ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ স্থান, ধ্বনি পরিবর্তন, নত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান ইত্যাদি।

১৫. কোনটি অপ্রাণীবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়?

[১৮তম বিসিএস]

- ক. বৃন্দ খ. কুল
গ. বর্গ ঘ. গ্রাম উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

গণ, বৃন্দ, মন্ডলী, বর্ণ উন্নত প্রাণিবাচক (মনুষ্য) শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন: সুধীবৃন্দ, মন্ত্রিবর্গ। কুল, সকল, লব, সমূহ প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচন ব্যবহৃত হয়। যেমন: কবিকুল, পক্ষীকুল। অপ্রাণীবাচক শব্দের বহুবচন ব্যবহৃত হয় গ্রাম। যেমন: গুণগ্রাম (গুণাবলি)।

১৬. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?

[১৮তম বিসিএস]

ক. শব্দ খ. বর্ণ

গ. ধ্বনি ঘ. চিহ্ন

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ। ভাষার ইট বলা হয় বর্ণকে। ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি। শব্দের মূল উপাদান ধ্বনি। বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক শব্দ। বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ। এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলে।

১৭. সন্ধির প্রধান সুবিধা কী?

[১৮তম বিসিএস]

ক. পড়ার সুবিধা খ. লেখার সুবিধা

গ. উচ্চারণের সুবিধা ঘ. শোনার সুবিধা

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

সন্ধির প্রধান উদ্দেশ্য উচ্চারণের সুবিধা। সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। সন্ধিহিত দুইটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। যেমন: আশা + অতীত = আশাতীত, এখানে আ + অ = আ হয়েছে। আবার, তৎ + মধ্যে = তন্মধ্যে, এখানে ত + ম = ন্ম হয়েছে। সন্ধির প্রধান সুবিধা হলো উচ্চারণের ক্ষেত্রে। যেমন: আশা + অতীত = আশাতীত (এখানে ‘আশা’ ও ‘অতীত’ উচ্চারণে যে আয়াস প্রয়োজন, ‘আশাতীত’ তার চেয়ে অল্প আয়াসে উচ্চারিত হয়।

১৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?

[১৮তম বিসিএস]

ক. সমীচীন খ. সমিচীন

গ. সমীচিন ঘ. সমিচিন

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

শুদ্ধ বানান সমীচীন। এরূপ:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আকাজ্জা	আকাজ্জা
শ্রদ্ধাজলী	শ্রদ্ধাজলি
দারিদ্রতা	দারিদ্র্য
স্বায়ত্তশাসন	স্বায়ত্তশাসন

১৯. কোন বইটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নয়?

[১৮তম বিসিএস]

ক. শেষের কবিতা খ. দোলন-চাঁপা

গ. সোনার তরী ঘ. মানসী

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

‘শেষের কবিতা’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত উপন্যাস। এরূপ উপন্যাস- নৌকাডুবি, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ ইত্যাদি। সোনারতরী, মানসী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত কাব্যগ্রন্থ। এরূপ কাব্যগ্রন্থ: ক্ষণিকা, চিত্রা বলাকা, পূরবী, শেষলেখা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত নয় ‘দোলন চাঁপা’। ‘দোলনচাঁপা’ কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক রচিত কাব্যগ্রন্থ। এরূপ কাব্যগ্রন্থ: ভাঙার গান, ছায়ানট, বিঙেফুল, সঞ্চিহতা ইত্যাদি।

২০. কাজী ইমদাদুল হক-এর ‘আবদুল্লাহ’ উপন্যাসের উপজীব্য কী?

[১৮তম বিসিএস]

ক. চাষী জীবনের করুণ চিত্র

খ. কৃষক সমাজের সংগ্রামশীল জীবন

গ. তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র

ঘ. মুসলিম জমিদার শ্রেণীর জীবন কাহিনী

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

কাজী ইমদাদুল হক এর আবদুল্লাহ উপন্যাসের উপজীব্য তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র। তাই উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯৩৩ সাল। এই উপন্যাসটি প্রথমে ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। চরিত্র: আবদুল্লাহ, সালেহা, আবদুল কাদের, মীর সাহেব। এই উপন্যাসের ৪১টি পরিচ্ছেদ কাজী আনোয়ারুল কাদির (ইমদাদুল হকের খসড়া অবলম্বনে) রচনা করেন।

২১. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে রচিত ‘কবর’ নাটকের রচয়িতা কে?

[১৮তম বিসিএস]

ক. কবির চৌধুরী খ. মুনীর চৌধুরী

গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. মুনতাসীর মামুন

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

কবির চৌধুরী রচিত নাটক আহবান, শত্রু, অচেনা, ছায়া বাসনা ইত্যাদি। সৈয়দ শামসুল হক রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। মুনতাসীর মামুন রচিত গ্রন্থ- প্রশাসনের অন্দরমহল, আমার ছেলেবেলা। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে রচিত ‘কবর’ নাটকের রচয়িতা মুনীর চৌধুরী। তিনি ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে নাটকটি রচনা করেন বামপন্থী লেখক রনেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে। মার্কিন নাট্যকার

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায়: ২)-২০১৯

- | | | |
|-------------|---------|------|
| ক. বিন্দু | খ. কোলন | |
| গ. সেমিকোলন | ঘ. কমা | উ. ঘ |

ক. সং + আলাপ খ. সমঃ + লাপ
গ. সম + লাপ ঘ. সং + লাপ উ. গা

ক. করণে ষষ্ঠী খ. কর্মে শূন্য
গ. অধিকরণে সপ্তমী ঘ. সম্প্রদানে চতুর্থী উ. গ

ক. সরল খ. খণ্ড
গ. যৌগিক ঘ. জটিল উ. গ

ক. কাজলের ন্যায় কালো খ. কাজল ও কালো
গ. কাজল রূপ কালো ঘ. কালো ও কাজল উ: ক

ক. নিম্ন-স্বরধ্বনি খ. অগ্র-স্বরধ্বনি
গ. ভিভ-স্বরধ্বনি ঘ. সম্মুখ-স্বরধ্বনি উঃ ঘ

ক. অনায়াসলব্ধ খ. অযত্নসম্পূত
গ. অযত্নজাত ঘ. অযত্নলব্ধ উ. খ

এরূপ: ফুল হইতে তৈরি = ফুলেল।

যা উচ্চারিত করা কঠিন = দুরূহচার্য
 যা হেমন্তকালে জন্মে = হৈমন্তিক
 মাসের শেষ দিন = সংক্রান্তি
 গদ্য পদ্যময় কাব্য = চম্পু।

৮. তালব্য বর্ণ কোনগুলো?

ক. খ, উ, ম, ল খ. ব, ড, ঢ, ভ
 গ. স, ও, ঘ, ত ঘ. ই, জ, ঞ, য উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

তালব্য বর্ণ- ই, জ, ঞ, য।

এছাড়া তালব্য বর্ণ- চ, ছ, ঝ, শ, য, ঙ।

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিহ্বার ডগা খানিকটা প্রসারিত হয় শব্দ তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে তালব্য ব্যঞ্জন বলে। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, অ, আ- এগুলো কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ। ট, ঠ, ড, ঢ, ন, ষ, র, ড়, ঢ়, ঝ- এগুলো মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ। ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স- এগুলো দন্ত্য বর্ণ। প, ফ, ব, ভ, ম, উ, ঊ- এগুলো ওষ্ঠ্য বর্ণ।

৯. ‘গরিবের জন্য বড়লোকের দরদটা মাছের মায়ের পুত্রশোকের মতোই’- এ বাক্যে ‘মাছের মায়ের পুত্রশোক’ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. নিষ্ঠুর খ. মিথ্যা শোক
 গ. মমত্ববোধ ঘ. শোকে পাথর উ: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘মাছের মা’ বাগধারার অর্থ নির্মম বা নিষ্ঠুর। ‘নাড়ির টান’ বাগধারার অর্থ গভীর মমত্ববোধ। ‘গরিবের জন বড়লোকের দরদটা মাছের মায়ের পুত্রশোকের মতোই’। এ বাক্যে ‘মাছের মায়ের পুত্রশোক’- মিথ্যা শোক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরূপ: অকুল পাথর : ভীষণ বিপদ।

উজানের কৈ : সহজলভ্য।

কচ্ছপের কামড় : নাছোরবান্দা।

ঘোড়া রোগ : সাধের অতিরিক্ত সাধ।

জোড়ের পায়রা : ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

১০. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. কনিষ্ঠ খ. কণিষ্ঠ
 গ. কনিষ্ট ঘ. কণিষ্ট উ: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শুদ্ধ বানান: কনিষ্ঠ।

এরূপ:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আকাজ্জা	আকাজ্জা
দারিদ্রতা	দারিদ্র
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
নৈহত	নৈস্বর্ত
কনিণীকা	কনীনিকা

১১. ‘মা খোকােকে চাঁদ দেখাচ্ছে’-এ বাক্যে ‘দেখাচ্ছে’ কোন ক্রিয়া?

ক. দ্বিকর্মক খ. প্রযোজক
 গ. অসমাপিকা ঘ. সমাপিকা উ: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন: বাবা আমাকে (গৌন কর্ম) একটি কলম (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন। যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে তাই সমাপিকা ক্রিয়া। যেমন: ছেলেরা খেলা করছে। যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, তাই অসমাপিকা ক্রিয়া। যেমন: প্রভাতে সূর্য উঠলে (অন্ধকার দূর হয়)। ‘মা খোকােকে চাঁদ দেখাচ্ছে’। এ বাক্যে দেখাচ্ছে প্রযোজক ক্রিয়া। যে ক্রিয়া একজনের প্রয়োজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন: ‘সাপুড়ে সাপ খেলায়’। এ বাক্যে ‘খেলায়’ এ বাক্যে খেলায় প্রযোজক ক্রিয়া।

১২. ‘ঢেউ’-এর প্রতিশব্দ কোনটি?

ক. তটিনী খ. বীচি
 গ. বারিধি ঘ. উর্মি উ: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘তটিনী’ এর প্রতিশব্দ নদী। ‘বারিধি’ এর প্রতিশব্দ সমুদ্র। ‘ঢেউ’ এর প্রতিশব্দ বীচি। এরূপ: ঢেউ = উর্মি, তরঙ্গ, লহর, লহরী, কল্লোল, হিল্লোল ইত্যাদি। নদী = সরিৎ, শৈবলিনী, তরঙ্গিনী, স্নোতস্বতী, প্রবাহিনী, গিরি নিঃপাত। পুষ্প = কুসুম, রঙ্গন, ফুল, প্রসূন। সমুদ্র = সাগর, অর্ণব, জলধি, উদধি, পয়োধি, পাথার, সিদ্ধু ইত্যাদি। সূর্য = আদিত্য, তপন, ভাস্কর, রবি, সবিতা, অর্ক, দির্নেশ, মিহির ইত্যাদি।

১৩. কোন খাঁটি বাংলা উপসর্গ?

ক. অব খ. অতি
 গ. ইতি ঘ. পরি উ: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অব; অতি, পরি তিনটিই তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ। তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গটি ২০টি। খাঁটি বাংলা উপসর্গ- ‘ইতি’। খাঁটি বাংলা উপসর্গ ২১টি। যথা: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা। ‘ইতি’ উপসর্গের প্রয়োগ- ইতিহাস, ইতিকথা- পুরনো অর্থে। ইতিপূর্বে, ইতিকর্তব্য- এ বা এর অর্থে।

১৪. কোন শব্দটিতে বিদেশি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক. চালবাজ খ. কানকাটা
গ. বেআক্কেল ঘ. দিগ্গঞ্জ উ: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কানকাটা বহুব্রীহি সমাস। ‘বেআক্কেল’ ফারসি উপসর্গ ‘বে’ যোগে গঠিত হয়েছে। ‘চালবাজ’ শব্দটিতে বিদেশি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া বিদেশি প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ হলো- কলমবাজ, ধোঁকাবাজ, ধড়িবাজ ইত্যাদি। বাজ (দক্ষ অর্থে- ফারসি)। বেহায়াপনা, গিল্পিপনা, ছেলে পন্য পনা (হিন্দি)। পাহারাদার, চৌকিদার, খবরদার - দার (ফারসি)। মানানসই, জুতসই, টেকসই, চলনসই- সই (মতো অর্থে)।

১৫. ‘নদীটি উত্তরমুখে প্রবাহিত’ এখানে মুখ কোন অর্থ প্রকাশ করে?

- ক. প্রত্যঙ্গ বিশেষ খ. দিক
গ. তিরস্কার ঘ. মর্যাদা উ: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মেয়েটির মুখটি বড় মিষ্টি। এখানে ‘মুখ’ দেহের অঙ্গ অর্থ প্রকাশ করে। শুধু শুধু ছেলেটাকে মুখ করছ কেন? এখানে ‘মুখ’ গালমন্দ করা। অর্থ প্রকাশ করে। নদীটি উত্তর মুখে প্রবাহিত এখানে মুখ দিক অর্থ প্রকাশ করে। এরূপ : এবার গিল্লির মুখ ছুটেছে, এখানে ‘মুখ’ গালিগালাজের আরম্ভ অর্থ প্রকাশ করে। টক খেয়ে মুখ ধরে আসছে’ এখানে ‘মুখ’ মুখের স্বাদ নষ্ট হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

- ক. তার সৌজন্যতায় আমি সুযোগটি পেয়েছি।
খ. তাহার সৌজন্যতায় আমি সুযোগটি পেয়েছি।
গ. তার সৌজন্যে আমি সুযোগটি পেয়েছি।
ঘ. তাহার সৌজন্যে আমি সুযোগটি পেয়েছি। উ: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শুদ্ধবাক্য তার সৌজন্যে আমি সুযোগটি পেয়েছি।

এরূপ:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আমি অপমান হয়েছে	আমি অপমানিত হয়েছে
এ কথা প্রমাণ হয়েছে	এ কথা প্রমাণিত হয়েছে
ইহার আবশ্যক নাই	ইহার আবশ্যকতা নাই
আমি সাক্ষ্য দিয়েছি	আমি সাক্ষ্য দিয়েছি

১৭. কোনটি ‘তদ্ভব’ শব্দ?

- ক. সূর্য খ. চাঁদ
গ. চন্দ্র ঘ. গগন উ: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সূর্য, চন্দ্র, গগন তিনটিই তৎসম শব্দ। এরূপ: তৎসম শব্দ: নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য, তৃণ, পুত্র ইত্যাদি। চাঁদ তদ্ভব শব্দ। এরূপ: তদ্ভব শব্দ: চামার, হাত, মা, ঘি ইত্যাদি। অর্ধ-তৎসম শব্দ: জোছনা, ছেরাদ, গিল্লী, কুচ্ছিত ইত্যাদি। দেশি শব্দ: কুলা, গঞ্জ, টোপর, ডাব, ডিঙ্গা, টেকি, লাউ ইত্যাদি।

১৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক. রীতিনীতি খ. রীতিনিতি
গ. রিতীনীতি ঘ. রিতীনিতী উ: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শুদ্ধ বানান- রীতিনীতি।

এরূপ:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
মুমূর্ষু	মুমূর্ষু
বিভিষীকা	বিভীষিকা
দধিচাঁ	দধীচি
নূন্যতম	নূনতম

১৯. কোনটি সঠিক বানান?

- ক. সৌজন্য খ. সৌজন্যতা
গ. সৌজন্য ঘ. সৌজন্যতা উ: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সঠিক বানান- সৌজন্য।

এরূপ:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পীপলিকা	পিপীলিকা

শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
স্বয়ত্ত্বশাসন	স্বয়ত্ত্বশাসন
সুচিপ্তিতা	সুচিপ্তিতা
দারিদ্রতা	দারিদ্র

২০. ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

- ক. টেকচাঁদ ঠাকুর খ. মীর মশাররফ হোসেন
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উ: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

টেকচাঁদ ঠাকুর রচিত গ্রন্থ- মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়। মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থ- এর উপায় কি, ভাই ভাই এইতো চাই। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাব্য- অগ্নিবীণা, ছায়ানট, সর্বহারা, চক্রবাক ইত্যাদি। ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ গ্রন্থটির রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এটি তাঁর গ্রন্থ। তাঁর রচিত অন্য গ্রন্থ: বুড়ো সালিকের ঘাড়ের রোঁ।

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বছর বয়সে সাহিত্যে নোবেল পান?

- ক. ৬১ খ. ৫৫
গ. ৫২ ঘ. ৫৭ উ: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫২ বছর বয়সে সাহিত্যে নোবেল পান। তিনি ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পাননি। তিনি ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি অনুবাদ ‘Song Offerings’ এর জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি নোবেল পুরস্কার।